

# কসমিক স্যাভিয়ার



কাজী জুবাইদা রহমান

শ্রেণি: দ্বাদশ (বিজ্ঞান), রোল: ৩৬

রিক্তা তখন গভীর ঘুমে। হঠাৎ তার স্বপ্ন এলো। সে দেখে একটা অদ্ভুত জায়গা। আশেপাশে সব যেন কেমন আলাদা। সেখানে কোন গাছ নেই, শুধু বড় বড় ভাঙা দালান এবং চারদিকে ধ্বংসস্তূপ। কিছুদূর এগোতেই অদ্ভুত এক প্রাণী তার সামনে এসে দাঁড়াল। প্রাণীটির গড়ন কিছুটা মানুষের মত হলেও গায়ের রং ছিল নীলাভ। কিন্তু রিক্তা যেরকম স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করছিল, প্রাণীটি সেভাবে ছিল না। প্রাণিটি স্পেসস্যুট পরিহিত ছিল। রিক্তা ভাবল পর্যাণ্ড অক্সিজেন থাকা সত্ত্বেও প্রাণীটি এভাবে কেন? এবার প্রাণীটি বলতে শুরু করল, “হ্যালো, আমি স্কাইলিক। আমি একজন কসমিক এডভেঞ্চারার। আমার কাজ মহাবিশ্বের বিভিন্ন গ্রহ, গ্যালাক্সিতে ঘুরে নতুন কিছুর সন্ধান করা। আমরা মিস্কিওয়ে (ছায়াপথ) থেকে তিন হাজার আলোকবর্ষ দূরে অ্যান্ড্রিওডা গ্যালাক্সির অ্যাবিএমা গ্রহের বাসিন্দা। আমি পৃথিবীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছি।” রিক্তা খুবই অবাক হলো এবং প্রাণীটিকে জিজ্ঞেস করল যে, সে কীভাবে আমাদের ভাষায় এতো সাবলীলভাবে কথা বলতে পারছে? স্কাইলিক বলল, “আমাদের গ্রহের প্রযুক্তি অনেক উন্নত। আমার কাছে একটি ট্রান্সলেটর আছে, যেটি দিয়ে আমি সব ধরনের ভাষা বলতে ও বুঝতে পারি এবং আমরা অন্য প্রাণীর মস্তিষ্ক পড়তে সক্ষম। কিছুক্ষণ আগে তুমি ভাবছিলে পর্যাণ্ড অক্সিজেন থাকা সত্ত্বেও কেন আমি স্পেসস্যুট পরিহিত অবস্থায় আছি? কারণ অক্সিজেন আমাদের জন্য বিষাক্ত। তাই আমাকে স্পেসস্যুট এবং পিঠে হিলিয়াম গ্যাসের সিলিন্ডার রাখতে হয়েছে। রিক্তা বলল যে, সে আমাদের গ্রহের সন্ধান পেলে কীভাবে। স্কাইলিক বলে, “ব্যাপারটি হচ্ছে একবার কোন এক দূরের গ্রহ থেকে আমাদেরকে রেডিও সিগন্যাল পাঠানো হয়েছিল। আমরাও সিগন্যাল পাঠানো শুরু করি। কিন্তু পরে কোন জবাব পাইনি। আমরা ভাবতাম এই মহাবিশ্বে হয়তো শুধু আমরাই উন্নত মস্তিষ্কের প্রাণী, কিন্তু ঐ সিগন্যালের পর বুঝতে পারি আমরা একা নই। তারপর সেই কসমিক সিগন্যাল নিয়ে আমরা অনেক গবেষণা শুরু করি এবং জানতে পারি সেটি মিস্কিওয়ে গ্যালাক্সির পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে পাঠানো হয়েছিল। এরপর থেকেই এই চমৎকার গ্রহ নিয়ে অনেক গবেষণা করা হয়। আমরা একটি অদৃশ্য স্যাটেলাইটও পাঠিয়েছি পৃথিবীর কক্ষপথে। এর সাহায্যে আমরা পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সব দেখতে পাই। কিন্তু সম্প্রতি পৃথিবীর অবস্থা দেখে আমরা বেশ উদ্ভিগ্ন। সব

প্রান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি লেগেই আছে। কিছু যুগ আগেও যেখানে শান্তি বিরাজ করত। এমনকি আমাদের গ্রহ পৃথিবীকে 'Peaceful Planet' বলা হয়ে থাকে। আর সবচেয়ে জরুরি কথাটি হচ্ছে পৃথিবী দিন দিন প্রচুর পরিমাণে দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এভাবে দূষিত হতে থাকলে একদিন এই সুন্দর পৃথিবী এবং বৃহৎ প্রজাতি মহাবিশ্ব থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা চাই না, একটি প্রজাতি এভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। তাই আমাকে পাঠানো হয়েছে এই গ্রহকে বাঁচানোর জন্য। এই সময় আমি শুধু তোমার সাথেই কথা বলছি; তোমার মত কয়েক লক্ষ মানুষের অবচেতন মনের সাথে কথা বলছি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে এবং সচেতন করছি। স্কাইলিক আরো বলে, “এখন তুমি যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছো, এটি তোমাদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। আশেপাশের সবকিছুই ভার্সুয়াল রিয়ালিটির মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে।” সে রিক্তাকে আরো কিছু ছবি দেখায়। রিক্তার খুব মন খারাপ হয়। সে ভাবে মানুষ অজান্তেই তার নিজের বাসস্থান ধ্বংস করছে। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, তার পৃথিবীকে বাঁচাবে। স্কাইলিক একটি যন্ত্রের সাহায্যে তার মস্তিষ্কে তথ্য প্রেরণ করে। যেন সে অন্য মানুষদেরও সচেতন করতে পারে। এভাবেই সে অন্য মানুষদেরও এসব তথ্য মস্তিষ্কে প্রেরণ করতে থাকে। রিক্তাসহ অনেক মানুষই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য। স্কাইলিক বলে, “আশাকরি তোমরা সবাই পৃথিবীকে বাঁচাবে।” এই বলে সে একটি যন্ত্রে বাটন প্রেস করতেই অদৃশ্য হয়ে যায়। রিক্তার সাথে সাথে ঘুম ভেঙে যায় এবং দেখে ভোর হয়ে গেছে। সে স্বপ্নটি মনে করতে চায়, কিন্তু আশ্চর্যকরভাবেই তার সবকিছু মনে আসছিল না। শুধু পৃথিবীর ভবিষ্যৎ পরিণতি এবং রক্ষা করা পদ্ধতি ছাড়া। এর কারণ হলো অ্যাবিএমা গ্রহের প্রাণীরা এত উন্নত ছিল যে তাঁরা রিক্তাসহ অন্য সকল মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সেই স্মৃতিগুলো বের করে দিয়েছে যেন ভবিষ্যতে কেউ তাদের অস্তিত্বের সন্ধান না পায়। রিক্তা অসীম দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর কথা ভাবতে থাকে।



## ভ্রষ্টের ভবিষ্যৎ: সম্ভাবনা কতটুকু

শাফায়েত আহমেদ স্বচ্ছ

শ্রেণি: একাদশ (মানবিক) রোল: ০৭

আমার এক সতীর্থ মানবিকে ভর্তি হয়েছে। বিজ্ঞান থেকে মানবিকে আসতে যে তাকে কতটা যুদ্ধ করতে হয়েছে, সে প্রসঙ্গে বর্ণনা দিয়েছে অনেকটা এভাবে-

“আমার দুটো পা আছে বটেই, তবে তার দুটোই আমার নয়। একটা আমার, অন্যটা আমার পরিবারের।”

স্পষ্টতই বোঝা যায়, সে একাই তার ইচ্ছার স্বপক্ষে থেকে গোটা দুনিয়ার বিপক্ষে লড়াইতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের সমাজে অপরাধী ও মানবিক-ব্যবসায় শিক্ষার ছাত্র- এ দুটোর মানে এক। কাজেই কোনো ছাত্রের যদি একান্তই ইচ্ছা জাগে মানবিক বা ব্যবসায় শিক্ষা নিয়ে পড়বার, সে যে নিরৈক জ্ঞানপাপী, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। উপরন্তু আমাদের জন্য যে দুটো পেশার জন্য হুজুগ রয়েছে, তাতে সেই রেসে টিকতে না পারা পড়ুয়াদের জীবনটাই বৃথা ধরে নেয়া হয়।

এখন এদের পক্ষ নিতে গেলে কয়েকটি আঁকাবাঁকা প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে পারবোনা। যেমন: আর্টস-কমার্সে ভবিষ্যৎ কী? চাকুরি কী হবে? সম্মান কমবে কি-না? এবং সবচেয়ে ভয়ানক প্রশ্ন, লোকে কী বলবে? আসুন, বিবেকে টুঁ মেরে উত্তরগুলো খোঁজার চেষ্টা করা যাক।

চাপ সবেতেই সমান, পড়তে সবেতেই হয়। নিষ্ঠা আর অনুরাগ যাদের আছে, তাদের প্রতি বিধাতাও প্রসন্ন। অতএব, পরীক্ষার ফল ভালো হতে বাধ্য। এই ফলটুকু পড়াশোনার ওপর নির্ভর করছে, বিষয়ের উপর নয়। কাজেই এই ধরনের গণক বা জ্যোতিষীদের কথায় কান দেয়া ঠিক হবে না যারা মনে করেন একমাত্র বিজ্ঞান পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ ভালো।

চাকুরির বিষয়টা যথেষ্ট গোলমালে। এককালে আমাদের আশীর্বাদ করা হতো ‘মানুষ হও, বিদ্যা বুদ্ধি হোক’ বলে। অথচ চাকুরির দৌড়টা দৌড়াতে হচ্ছে অর্থ উপার্জনের জন্য। সে যাই হোক, আশেপাশে এমন অনেক হতভাগা পাবেন, যে কি না আজীবন সায়েন্সে পড়েছে, বুয়েটের ছাত্র, এখন বিসিএসের জন্য দৌড়ঝাঁপ করছে, কিংবা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ে এসে ব্যাংকের চাকুরিতে ঢুকে পড়েছে অথবা কিছু না পড়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী রংপুরের ছেলে আকবর আলীই হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, প্রধান বিচারপতি এবং সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এঁরা সব মানবিকের ছাত্র ছিলেন। কাজেই



বিজ্ঞানে, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা যেকোন বিভাগ থেকে লেখাপড়া করে আমরা আমাদের কাজক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো- এ কথা নিঃসন্দেহ।

এগুলো সবই হচ্ছে যুক্তি। আমি হাজারটা যুক্তি দিতে পারি, আপনি হাজারটা যুক্তি খণ্ডন করতে পারেন- এভাবে বিতর্কটির শেষ হচ্ছে না। আসুন শেষ প্রশ্নটিতে এর উত্তরটা অন্তরস্থ করতে হবে। জীবনে এমন কোনো পর্যায়ে নেই, যখন লোকে কিছু বলে নাই। ঘর আলো করে যেদিন আপনার ছেলে বা মেয়ে সন্তানটি হলো, সেদিনও লোকে বলেছিল, ছেলে হয়েছে, খরচ বাড়ল বা মেয়ে হয়েছে, বংশ রক্ষা হলো না। তবুও আপনি বুক দিয়ে আগলে এই সন্তানটিকে মানুষ করেছেন, চোখের সামনে তিল তিল করে বড় হতে দেখেছেন। এখন যখন তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার সে বুঝে নিতে চাইছে, তখন আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ আপনি এক লহমায় এই ‘লোক’ শ্রেণিটির হাতে তুলে দিতে পারেন? আরো বড়ো কথা, ত্রিশ বছর পর আপনি বা এই লোকজনদের কেউই বেঁচে থাকবেন না। হয়তো আপনার সন্তান থাকবে। তখন যদি তার মনে হয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে গিয়ে তার জীবন ধ্বংস হয়েছে, প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের সেই জীবনের ক্ষতিপূরণ দিতে পারবেন তো তখন?

মূল অংশটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমাদের দেশের অভিভাবকরা প্রায় সবাই ‘বহির্পীর’ নাটকের খোদেজা চরিত্রটির মতো। তাঁদের সবারই সাকুল্য প্রার্থনা, সন্তান ভালো মানুষ হোক। অথচ আমাদের পড়াশোনায় ভালো চাকুরি, ভালো অবস্থান, ভালো অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ থাকলেও ভালো মানুষ হওয়ার উপকরণটা থাকছে কোথায়? সম্ভবত এটা সত্য যে, ভালো কিছু করার জন্য ‘সায়েন্সে পড়ি’, ‘আর্টসে পড়ি’, ‘কমার্সে পড়ি’ এই ট্যাগটা গায়ে লাগানো জরুরি নয়, যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সদিচ্ছা পছন্দের যা আছে এবং যার ওপর এখন থেকেই সমাজ আঘাত করছে বারবার। আপনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন, যখন আমরা বড় হয়ে নদী ভাঙনে দিশেহারা মানুষের পাশে দাঁড়াব, বন্যায় নিঃস্ব কৃষকের ত্রাতা হব, বিনা চিকিৎসায় কাউকে মরতে দেবো না, ড. ইউনুস হয়ে বাংলাদেশকে আলোকিত করব কিংবা মুসা ইব্রাহিম হয়ে হিমালয়কে হারিয়ে দেব। ভরসা রাখুন আমাদের ওপর, আমরা সত্যিই কিছু করতে চাই।



## জানা-অজানা



সংগ্রহে-

সজিব হাসান মাহী

শ্রেণি: পঞ্চম, রোল: ১৮৫

## বড়দের কথা

- ১। সবচেয়ে বড় ঘণ্টা- মস্কোর ঘণ্টা
- ২। সবচেয়ে বড় মরুভূমি- সাহারা
- ৩। সবচেয়ে বড় শহর- লন্ডন
- ৪। সবচেয়ে বড় পর্বত- হিমালয়
- ৫। সবচেয়ে বড় ব্যাংক- সুইস ব্যাংক
- ৬। সবচেয়ে বড় দিন- ২১ জুন
- ৭। সবচেয়ে বড় রাত- ২২ ডিসেম্বর
- ৮। সবচেয়ে বড় দ্বীপ- গ্রিনল্যান্ড
- ৯। সবচেয়ে বড় উপদ্বীপ- আরব
- ১০। সবচেয়ে বড় সাপ- অ্যানাকোন্ডা বা পিনিকপাই
- ১১। সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর- জেদ্দা
- ১২। সবচেয়ে বড় মসজিদ- ফয়সাল মসজিদ
- ১৩। সবচেয়ে বড় কাব্য- মহাভারত
- ১৪। সবচেয়ে বড় বন- তৈগা
- ১৫। সবচেয়ে বড় গ্রহ- বৃহস্পতি
- ১৬। সবচেয়ে বড় বাঁধ- নিপার বাঁধ (রাশিয়া)
- ১৭। সবচেয়ে বড় স্থলজ প্রাণী- হাতি
- ১৮। সবচেয়ে বড় জলজ প্রাণী- নীলতিমি
- ১৯। সবচেয়ে বড় হীরক- কোহিনুর
- ২০। সবচেয়ে বড় দ্বীপপুঞ্জ - ইন্দোনেশিয়া
- ২১। সবচেয়ে বড় শিকারী পাখি- ক্যানডোর

## তথ্য কণিকা



সংগ্রহে-

আফ্রিদা নূরী

শ্রেণি: ষষ্ঠ, রোল: ০৪

- ১। বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল জেলা যশোর।
- ২। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভাস্কর্যের নাম 'Statue of Unity'.
- ৩। বায়ুমণ্ডলের 'আয়নোস্ফিয়ার' নামক স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়।
- ৪। সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের ভেতর নাইট্রোজেন গ্যাস থাকে।
- ৫। কমলা লেবুতে প্রধানত যে ধরনের এসিড থাকে তার নাম হচ্ছে অ্যাসকরবিক এসিড।
- ৬। সূর্যের আলো থেকে তৈরি বিদ্যুতকে সোলার ফটোভোল্ট বলে।
- ৭। পেনিসিলিয়াম আবিষ্কার করেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং।
- ৮। রক্তের 'O' গ্রুপে এন্টিজেন থাকে না।
- ৯। রেশম পোকার চাষকে সেরিকালচার বলে।
- ১০। বেগুনী রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম।
- ১১। লোহিত সাগরের প্রাচীন নাম সাইকাস আরবিকাস।
- ১২। সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র হলো প্রক্সিমা সেন্টরাই।
- ১৩। মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রান্সিস হেস।
- ১৪। একমাত্র শুক্র গ্রহই আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলোর উলটো দিকে ঘোরে।
- ১৫। পানি ছাড়া উটের থেকে ইঁদুর বেশি ক্ষণ টিকে থাকতে সক্ষম।
- ১৬। পৃথিবীর প্রথম কল্যাণ রাস্তা বলা হয় সুইডেনকে।
- ১৭। ওজোন স্তরে ফাটলের জন্য দায়ী ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাস।
- ১৮। বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় ট্যাংস্টেন ধাতু।
- ১৯। জলাতঙ্ক রোগের টিকা আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর।
- ২০। করোনা ভাইরাসের গোত্রের সপ্তম প্রজাতির নাম SARS-CoV-2





কৌতুক



সংগ্রহে-  
ফাহিমা আকতার নিশি  
শ্রেণি: দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)  
রোল: ২৯



(১) বাবুর্চি রান্না করছিল। গৃহকর্ত্রী ধমকে উঠলেন। এ কি! তুমি না ধুয়েই মাছ রান্না করছো?  
মাছ তো সারাজীবন পানিতেই ছিল, মেমসাহেব। ওটা আবার ধোয়ার কী দরকার?

(২) টিচার: হাসান, তুমি রোজই দেরি করে স্কুলে আসছ। ব্যাপার কী?  
ছাত্র: স্যার, আমি তো ঠিক সময়েই বাড়ি থেকে বের হই। কিন্তু ওই যে মোড়ের মাথায় লেখা- 'সামনে স্কুল, ধীরে চলুন।'



সংগ্রহে-  
রাবেয়া বাসরী রাইসা  
শ্রেণি: দ্বিতীয়  
রোল: ৩৮



## বাঁচলো টাকা

ছেলে: বাবা, আজ আমি এক টাকা বাঁচিয়েছি।  
বাবা: কী করে বাঁচালে?  
ছেলে: শ্যামবাজার থেকে বাসের পিছনে  
ছুটে ছুটেই চলে এসেছি।  
বাবা: দূর গাথা! ট্যাক্সির পিছনে ছুটতে পারলি না,  
তাহলে কুড়ি টাকা বেঁচে যেত।

## পানি ছাড়া সুইমিং পুল!

ববি: জানিস আমাদের নতুন বাড়িতে বাবা তিনটা সুইমিং পুল বানিয়েছে।  
রবি: তাই না কি!  
ববি: হ্যাঁ, একটা সুইমিং পুল গরম পানির, একটা ঠাণ্ডা পানির, আরেকটা পানি ছাড়া।  
রবি: সে কী! যার ঠাণ্ডা লাগবে সে গরম পানির পুলে আর যার গরম লাগবে সে ঠাণ্ডা পানির পুলে সাঁতার কাটবে, এ পর্যন্ত না হয় বুঝলাম।  
পানি ছাড়া সুইমিং পুল কী জন্য?  
ববি: যারা সাঁতার জানে না, তাদের জন্য!





# ENGLISH SECTION

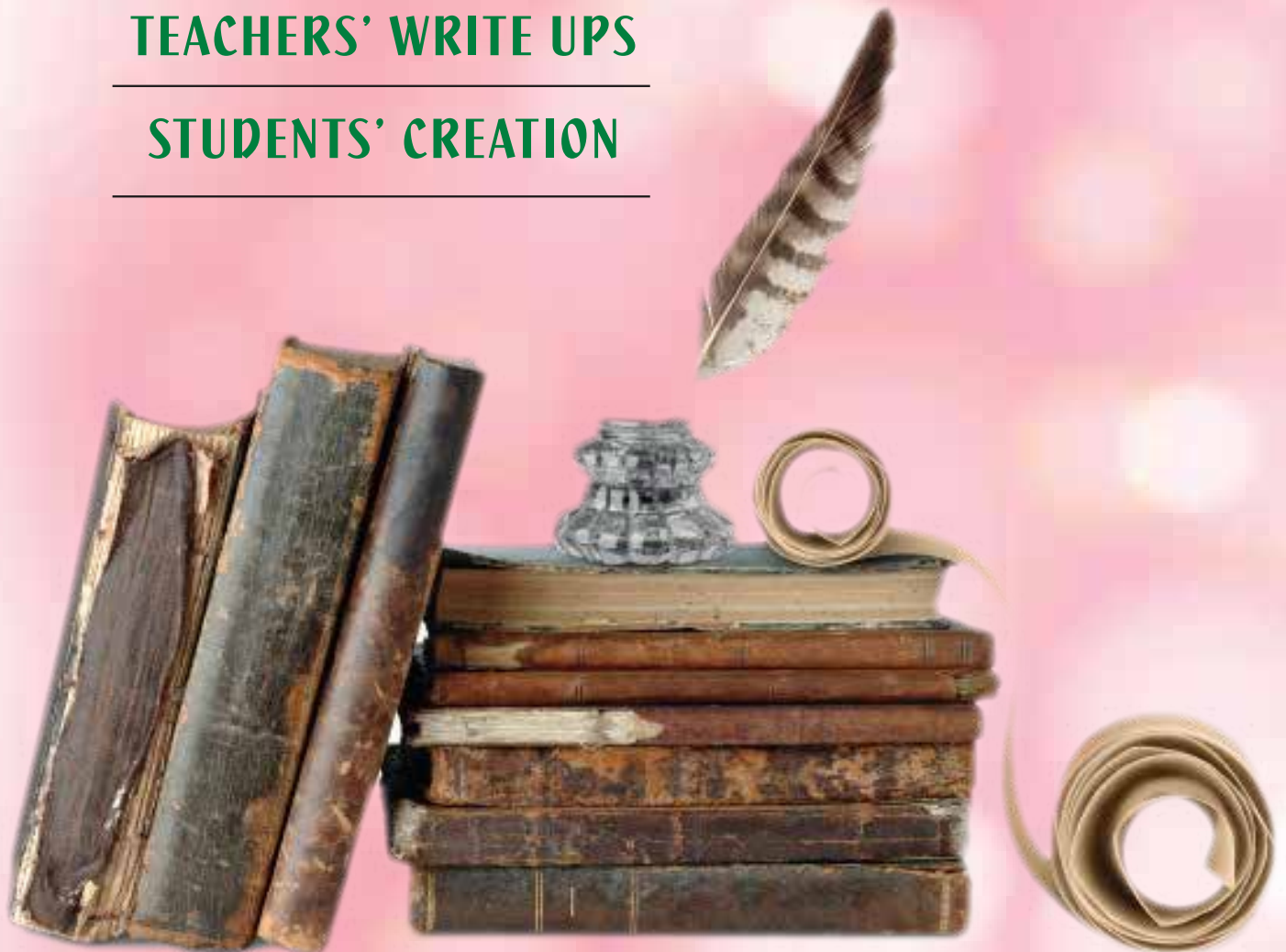
---

TEACHERS' WRITE UPS

---

STUDENTS' CREATION

---







**Md. Shafiqul Islam**

Vice-Principal (English Version)

English Version School & College Section of CPSCS is based on spreading the realization of the pragmatic uses of English language as a global language amongst the students as well as the parents residing in this remote area. With a view to fulfilling this purpose, this institution incorporated English Version Section alongside its well-established Bangla Version Section. Here, the journey of English Version started from 1998 and right from the beginning, this section was confined within Nursery-Class to Class-Two till 2005. Having finished Class Two, the students were automatically promoted to Class Three in Bangla Version. Later on, considering the increased demand of English language, the then authority decided rightly to enlarge its stature and accordingly it got its gradual rise. At present, it is quite matured and it has got a distinct identity in the entire Dinajpur Education Board. It is going on in full swing from Nursery Class to Class-XII. 30 competent teachers are engaged here for around 500 students. In a very congenial atmosphere, both the teachers and students are enjoying their teaching-learning activities. All sorts of modern amenities like smart classroom,

multimedia projector, CCTV, automated attendance system, interactive website, water-purifying machine, enriched library, laboratories etc are available here. Different types of club activities are also well functioning here so that the students can get developed both physically and mentally. The results of different public examinations like PEC, JSC, SSC & HSC are quite satisfactory. After completing HSC, students from here are also getting admitted into different renowned public universities. Teachers engaged here are working relentlessly to uplift the standard of this section. They are very much devoted, committed and dedicated. Their sole target is to prepare the students as worthy citizens for the nation as well as the whole world and herein lies the excellence of English Version. The students are also getting obsessed and preparing themselves for being good human beings.

In fine, it is needless to say that English Version School And College Section is spreading its charm and excellence far and wide and some day it will reach its pinnacle to ensure its ultimate motto.

## A CENTRE OF **EXCELLENCE**





**Rayaka Sharif**  
Senior Teacher (English)

# BETTER EDUCATION FOR BETTER LIFE

**T**here is an edge-long common belief that better education is a pre-condition for better life. People with better education are likely to enjoy a better future. Therefore, the more you are educated, the higher you climb up the ladder of your life.

But what does education mean? According to Wikipedia, 'Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits'. It is a process of continuous learning which can be acquired anywhere at any time and any age. Mahatma Gandhi, leader of undivided India's non-violent independence movement against British rule, once said "By education I mean all-round drawing out of the best in child and man's body, mind and spirit." Therefore, education helps an individual grow independent, constructive, productive, responsible and most of all, morally sound. Indeed, education helps a child flourish as a complete human being.

What does better life mean? In the sense of materialists, better life means prosperous life where money and things play a vital role and secured future is ensured. There is no harm in this feeling but truly speaking, other than material world, the perception of better life takes us into a new realm. This is the realm of spiritual feeling. Removing ignorance of soul,

closeness to the Almighty can be attained and we can also attain His contentment.

Frankly speaking, in this 21st century, people do less care about spiritual life. In fact, they value certificate more than that of learning. Though it makes people graduate from the university, the main purpose of education, which is to enlighten the soul, is disrupted. People become like machines and they do more care about money or prosperity or social positioning.

Anyway, whatever may be the target, there is no alternative to better education. Lutfor Rahman, a motivational writer, in the first chapter of his famous book 'Unnoto Jibon' mentioned that a person who is selfless, courageous, loving and respectful to truth and justice is rarely found amongst uneducated or less educated people. I don't say that education is a guarantee for success. But with no education or less education it is difficult to keep pace with the modern world of science and technology. Like a mirage, success can hardly be caught up because lack of education and knowledge makes people outdated.

To sum up, I'd like to quote Nobel laureate Malala Yousafzai, "One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first."





**Moksadul Hasan**  
Assistant Teacher (English)

## ENGLISH LANGUAGE IN PRESENT AGE OF GLOBALIZATION

The word 'globalization' derives from the word 'globe' which means earth or world. It is a process with which countries of the world are related to one another on the expansion of trade and commerce, economic, political, social, educational, cultural and environmental phenomenon. English and globalization are complementary to each other in this respect. Everywhere English functions as a medium to keep a smooth tool of communication among the people around the world. English language plays a vital role making globalization more effective and successful to a large extent. Without English, globalization might not be as triumphant as it is now.

English is very much important and functional in every facet of globalization. People of different languages, from different parts of the world are making trade and commerce across the borders. They need to communicate with one another. English, in this respect, emerges as a lingua-franca (common language) for the world people. Other than English no language is seen to be a more effective mode of communication in spreading trade and commerce. In addition to this, advertisements during the World Sports like the Olympic and World Cup Cricket or Football, English is used to highlight the benefits of the products so that people can easily understand. It is worth-noting that people use English as their search language in the internet. Social media like facebook, twitter, instagram, google+, linkedin etc heavily rely on English as a means of their users' communication with which motto of globalization is served.

Many overseas universities require knowledge of standard English for getting admitted there as English is used in receiving higher education in those universities. Even many students of different mother tongues from different countries of the world go there to get admitted.

That's why, they need to pass international English test such as IELTS (International English Language Testing System) or TOEFL (Test of English as a Foreign Language) to get permission to study there. So, without the proper knowledge of English, higher education in the world- ranking universities is quite impossible. Even renowned books of science and technology are written in English. Hence, English functions as a master language in receiving higher education and making globalization unique and distinctive.

English is a pre-requisite for many white-collar jobs at home and abroad. English serves a gatekeeping role for most good jobs. Jobs of alluring salaries and luxurious positions are possible to grasp only after knowing English well. Recruitment of Military, aviation, government high officials, banks, financial organization and other better institutions requires standard English knowing people. On the other hand, the people, who desire to get the jobs in the international organizations, need to know better English to meet their dream. Infact, English is a propeller for advancement of career and machine to mint money since it creates self-employment scope for many.

In conclusion, it can be said that it is still a heated debate whether globalization has brought about any better change to the lot of the people or not. But it can undoubtedly be told that English has promoted and enhanced globalization at large. People can use it as a telescope to see the vision of their future. It has become a most-prized possession of communication. World people happily use it in order to earn their bread and butter. So, English is a must to develop one's personal life and carry out business, culture, education and services throughout the globe.